সাধন-পাঠ গ্রন্থমালা -৩

ব্যক্তিগত অর্থ-নীতি।

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

"সাধন পথে" গ্রন্থমালা—৩

ব্যক্তিগত অর্থনীতি।

গ্রন্থকার ও প্রকাশক

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল।

৩৭।২, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,

৬নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্য-প্রেসে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৯২১।

[সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য আট আনা মাত্র]

উৎসর্গ পত্র।

আমার সাধনার দেবী

জন্মভূমি ভারতমাতার প্রত্যেক

দীন পুত্র ও দীনা কন্যার উদ্দেশে

এই পুস্তক

প্রীতি অর্ঘ্য স্বরূপে

উৎসর্গ

করিলাম।

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল।

সূচীপত্র।

—:০:

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূচনা	১
জগতের আর্থিক অবস্থা	১
উপায়	৩
বাল্যজীবন	৫
কর্ম্ম, ব্যসন, ক্রীড়া ও বিশ্রাম	৬
কর্ম্মীর উদাহরণ	৭
অর্থ লইয়া খেলা	৮
মিতাব্যয়িতা	৯
ছোট জিনিষের সদ্ব্যবহার	১০
সৌখীনতা	১২
তৈল ও সাবান	১৩
ঘরের ময়লা	১৪
প্রদীপ	১৪
গোবর	১৫
খাদ্য	১৫
পোষাক	১৬
ধোপা, নাপিত, দর্জ্জি ও তন্তুবায়	১৬
লিখিবার সরঞ্জাম	১৭
পথিকের সজ্জা	১৮
সদ্ব্যবহার	১৮
স্ত্রীশিক্ষা	১৯
চিকিৎসা	১৯
সময় বাঁচানো	২০
সাজসজ্জা ও ভদ্রতা	২০
উপসংহার	২১

—

গ্রন্থকার লিখিত অন্যান্য পুস্তকাবলী :

(১) জাতীয়তার অনুভূতি	।•
(২) কুটীর শিল্প	৹
(৩) লাভজনক কৃষি	৹
(৪) রং ও রঞ্জন বিদ্যা	৹
(৫) মানুষ তৈরিয় মসলা	৹

একত্রে ৩ খানি ১০ ও ৬ খানি ২০; মাশুলাদি পৃথক গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

ব্যক্তিগত অর্থনীতি।

১। সূচনা।

প্রাচীন সভ্যতার আদি লীলাভূমি আর্য্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ আজ আমাদের কর্ম্মফলে দারিদ্র দেশ। এই দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে প্রত্যেক ভারতবাসী—ধনী, দরিদ্র, বালক, বৃদ্ধ, কৃষক, ব্যবসায়ী, ছাত্র, অধ্যাপক, রাজা, প্রজা প্রত্যেকেরই নিত্য এই অভ্যাস করা উচিত যাহাতে নিয়ত যাহা আয় তদপেক্ষা কিছু বেশী আয় করা যায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ব্যয়ে প্রত্যেক আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। কিরূপে সেই কার্য্য নিত্য জীবনে অভ্যাস হয় ও সেই চেষ্টা সাফল্যলাভ করিতে পারে, এই পুস্তকে তাহাই বর্ণনার চেষ্টা করা হইয়াছে।

২। জগতের আর্থিক অবস্থা।

কালের গতিতে জগতের আর্থিক অবস্থা অতি দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং মনুষ্য সমাজ ক্রমশঃ ভোগমার্গে ধাবিত হইতেছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে খরচে লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত, শতবর্ষ পূর্ব্বে তাহার ২০ গুণ খরচ বেশী হইয়াছিল, আর শতবর্ষ পূর্ব্বে সাংসারিক খরচ যাহা ছিল এক্ষণে তাহার শতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আর সংসার খরচ চলে না। এই ভোগের জন্য জগতের লোক মর্ম্মে মর্ম্মে ভোগ করিয়াও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে

পারিতেছে না। আজ জগতের যে জাতি যত অধিক ভোগী তাহার বহিরাবরণ যতই উজ্জ্বল হউক আভ্যন্তরিক অবস্থা তত শোচনীয়। এক একটা জাতির বর্ত্তমান ইতিহাস আলোচনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। তাহাদের ঋণের সংখ্যার অঙ্ক দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়, দেখিলে বোধ হয় যে সে সব ঋণ শোধ হইবার কোন উপায় নাই। স্বর্ণমুদ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া রৌপ্য, তাম্র, টিন ও কাগজ মাত্রে মুদ্রার কার্য্য সম্পাদন করিয়াও জগতে অর্থের অভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, এ অভাব বুঝি আর ঘোচে না।

এই ঋণ জালজড়িত সংসারের মাঝে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলে যে জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প খরচে এবং অধিক আয়ে প্রতিযোগীতায় শ্রেষ্ঠ হইবে তাহারই স্থান জগতের জাতিসমূহের প্রাধান্য হিসাবেও প্রথম স্থান অধিকার করিবে।

ব্যষ্টিই সমষ্টির জনক। এক একটী পৃথক পৃথক মনুষ্যের সমষ্টিই একটা বিরাট জাতি। সুতরাং কোন জাতিকে আর্থিক অবস্থায় উন্নত করিতে হইলে সেই জাতির প্রাণস্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপব্যয়ের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া উপার্জ্জন করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনে কেমন করিয়া এই অনুশীলন সফল করিতে হয়, এ বিষয়ে তিনিই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম শিক্ষক। সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনে মিতব্যয়িতা কেমন করিয়া অভ্যাস করিতে হয়, তাহা কয়েকটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

সাধারণ ভদ্র লোকেরা জুতা প্রস্তুত বা মেরামত করিতে জানেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে জুতার জন্য চামারের অধীন হইতেই হইবে, কিন্তু জুতার বিষয়ে চামার স্বাধীন। এইরূপ কাপড়ের জন্য আমরা তাঁতীর অধীন, অস্ত্রের জন্য কামারের অধীন, গৃহকর্ম্মের জন্য দাসদাসীর অধীন,

রন্ধনের জন্য পাচকের অধীন, মসলার জন্য বণিকের অধীন, বস্ত্র মেরামত ও পোষাকের জন্য দর্জ্জির অধীন তেলের জন্য তেলীর অধীন, ছুঁৎমার্গের জন্য শাস্ত্রের অধীন, ঘি দুধের জন্য গোয়ালার অধীন, চাকরীর জন্য মনিবের অধীন এবং সুখের জন্য পরিবারের অধীন এ সংসারে সেই তত ভাগ্যবান যে যত স্বাবলম্বী সেই তত অপর ব্যক্তিকে অধীন করিতে পারে, যে যত অধিক কাজ জানে জগৎট বিরাট কর্ম্মশালা কর্ম্মই এখানকার জীবন আর আলস্যই মৃত্যু, সুখ হইলেও মৃত্যু। এই ভোগ যিনি যত কমাইতে অথবা সক্ষমতায় করিতে পারিবেন, তিনি তত স্বাধীন

৩. উপায়।

জগৎ যতদিন হইতে সভ্য হইয়াছে, ততদিন হইতে হিসাব রক্ষার উপায় আবিস্কৃত হইয়াছে সংসারের দুইটী দিক্—স্থিতি ও ক্ষয়, হ্রাস ও বৃদ্ধি, চলিত কথায় যোগ ও বিয়োগ, বা জমা ও খরচ। এই জমাতেই স্থিতি ও খরচে ক্ষয় এই জন্য ব্যসনমও প্রাণেও নিয়ত পাইবার ব জমা করিবার একটা নিয়ত বাসনা স্বাভাবিক, সুতরাং ধর্ম্ম ইহা ব্যষ্টি হিসাবে ব্যক্তিকে রক্ষা করে এবং সমষ্টি হিসাবে জাতির পাণে শক্তিসঞ্চয় করে অর্থ উপার্জ্জনক্ষম ও রক্ষণশীল ব্যক্তির সংখ্যা যে জাতির মধ্যে যত অধিক, সে জাতি তত শক্তিশালী রথচাইল্ড, রকফেলার, কার্নে গির ন্যায় শত শত ধনীর জন্মভূমি বলিয়া আজ আমেরিকা যক্ষভূমি, আর ধনরক্ষককে কৃপণ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া হাঁড়ি ফাটিবার ভয়ে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণে পরাঙ্মুখ বলিয়া আমরা আজ লক্ষ্মীছাড়া। বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ প্রভৃতি কতকগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভারতবর্ষের দারিদ্রের মুখ্য কারণ বলিয়া অনেকে বর্ণনা করিলেও, এই অবস্থার উপর নিশ্চেষ্টতা

অবলম্বনরূপ মহাপাতকের জন্য আমাদের এই পতনব্যাপারে আমরা সবাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী। এই পতনের গভীরতা এখনও অতলস্পর্শ হয় নাই। এই দুর্দ্দশা হইতে বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে সযত্নে প্রত্যেকে প্রতিদিন প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া ধন উপার্জ্জন করিবার ও তাহা অপব্যয় হইতে রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আলস্যে সমস্ত বৎসরটা কাটাইয়া দিয়া এক দিন লক্ষ্মীপূজা করিয়াই সাংসারিক ও জাতীয় কর্ত্তব্য শেষ না করিয়া অন্ধকার ভারতে স্বোপার্জ্জিত অর্থদ্বারা মঙ্গল হেমঘট চিরস্থায়ী করিয়া শারদ পূর্ণিমার মঙ্গলোৎসবের জন্য কে প্রস্তুত আছ, নিশা জাগরণ কর। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ একদিন ধনধান্যে সত্যই মূর্ত্তিমতী কমলা ছিলেন। তাঁহার সন্তানগণ তখন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট উপচার চিপিটক নারিকেলে দেবীর পূজা করিয়া আত্মীয় স্বজন লইয়া নিশা জাগরণ পূর্ব্বক মা লক্ষ্মীর উৎসবে ব্যাপৃত থাকিতেন। কর্ম্মীর নিকট, সাধকের নিকট দিবারাত্রির পার্থক্য থাকে না। শরীর যখন নিতান্ত অবসন্ন হয়, তখনই মাত্র বিশ্রামের আবশ্যক হয়। যখন ১৫ ঘণ্টা রাত্রি, তখন সমস্ত অন্ধকার সময়টাই নিদ্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিলে সে লোকগুলিই বা কয়দিন বাঁচে, আর যে জাতির অঙ্গ তাহারা, সে জাতিটাই বা এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ সংসারে কয়দিন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে ?

হে ভারত, তোমার জাতীয় জীবনে অবসাদের যুগ কাটিয়া গিয়াছে। আর একটা মুহূর্ত্তও তোমার বৃথা যেন নষ্ট না হয়। প্রাণে বিশ্বের শক্তি সঞ্চয় করিয়া এই সংকল্পে বদ্ধপরিকর হও যেন তোমার সম্মুখ হইতে একটী ধান্য বা একটী কড়িও অপরে গ্রহণ করিতে না পারে, আর এমন একটী দিনও যেন না যায়, যেদিন তোমার নিত্য আয়ের অন্ততঃ সমান অংশ 'লাভ" করিতে না পার। ইহাই মা লক্ষ্মীর সাধনা। নাক টিপিয়া জল ও ফুল ছিটাইলেই লক্ষ্মী পূজা হয় না। প্রতিজ্ঞা কর—যতদিন ধান্যের

গোলা শস্যের গোলা, স্বর্ণমুদ্রার সিন্দুক ভরিয়া মায়ের পূজা না করিতে পারিবে, লক্ষ ভ্রাতার পাতে অন্ন না দিতে পারিবে, ততদিন তুমি পূজা করিবে না, দান করিবে না, ব্রত করিবে না, ভাল খাইবে না লক্ষ্মীর পূজা শক্তিসাধক আর্য্যের পূজা, যতদিন মায়ের ভাইয়ের পূজা করিতে না পারিবে, অলক্ষ্মীকে দূর করিতে না পারিবে ততদিন তুমি অনার্য্য তুমি অমিতাচারী অপব্যয়ী হওয়া আর্য্যত্ব হারাইয়াছ, তাহা পুনরাধিকারের জন্য সাধনা কর এই শক্তিসাধনাই একমাত্র দারিদ্র্য মোচনের উপায়

৪ বাল্য জীবন।

বালক যখন সংসারের সমস্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকে, তখন হইতেই গৃহে তাহার শিক্ষার সূত্রপাত হয় এই সময়ের নিত্য শিক্ষক পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী সহাধ্যায়ী সহক্রীড়ক প্রভৃতি সকলের ভিতর মাতাই এ বয়সের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালিনী শিক্ষয়িত্রী অতএব প্রত্যেক জননীর বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যাহাতে তাঁহার সন্তান কোনও দ্রব্য নষ্ট না করে অনেক বালক বালিকা অত্যন্ত কোপন স্বভাব ও স্বেচ্ছাচারী তাহাদের এরূপ মতিগতি উপযুক্ত সময়ে পিতামাতা মনোযোগী হইয়া পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিলে, অনেক সাংসারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ধ্বংস হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে এরূপ বালকেরা ক্রুদ্ধ হইলে, সম্মুখে যাহা পায় তাহাই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করিতে চেষ্টা করে শিশুদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে এই অভ্যাস নষ্ট করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া ও প্রয়োজন হইলে শাসন করা উচিত। বালক বালিকারা যখন কাপড় পরিতে শেখে, ব লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করে, তখন কাপড় ছেঁড়া, বই ছেঁড়া, শ্লেট ভাঙ্গা, কলম হারানো, ছাতা ভাঙ্গা ও হারানো প্রভৃতি নানা প্রকার উপদ্রব আরম্ভ করে এ বিষয়ে তাহাদের অভিভাবকেরা ও আবশ্যকতা

বোধে দৃষ্টি রাখিবেনই, কিন্তু শিক্ষকগণের দৃষ্টি আরও বেশী রাখা আবশ্যক সময়মত দু'একটা বই পড়ান বা দুটা অঙ্ক কষান শিক্ষকের চরম কর্ত্তব্য পালন নহে এক ইঞ্চি কাগজ বা একবিন্দু কালি পর্য্যন্ত যাহাতে তাঁহার কোনও ছাত্র প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ না করে, প্রত্যেক শিক্ষকের সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এইরূপ দৃষ্টি রাখিলে শিক্ষক যে কেবলমাত্র ছাত্রেরই কল্যাণ করিবেন, তাহা নহে, সমাজের ও জাতির কল্যাণও সাধিত হইবে

৫। কর্ম্ম, ব্যসন, ক্রীড়া ও বিশ্রাম।

জীবদেহে কর্ম্মাবসানে যখন শ্রান্তি আশ্রয় করে, তখন বিশ্রাম আবশ্যক এই বিশ্রাম সহস্র প্রকারে ভোগ করা যায়। অলস ব্যসনমত্ত ব্যক্তি বসিয়া তাস, পাশা, সতরঞ্চ খেলিয়া থাকে কিন্তু কর্ম্মী সাধক যখন শারীরিক পরিশ্রমজনক কার্য্যে শ্রান্ত হন, তখন বসিয়া বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসসাধ্য কাজে জীবনের গোনা কয়টা নির্দ্দিষ্ট দিনের সদ্ব্যবহার করেন বিনা কাজে হাসি, তামাসায় সময় অপব্যয় না করিয়া বিশ্রামের সময়েও বন্ধু বান্ধব বা পরিজনবর্গের সহিত মুখে সদালাপ করিতে করিতে হাতে নানাবিধ শিল্প বা অনায়াসসাধ্য আবশ্যকীয় কর্ম্ম করেন।

অনেকে মানসিক কর্ম্মে যখন পরিশ্রান্ত হন, তখন কিছুক্ষণ শরীর চালনার জন্য নানাপ্রকার ক্রীড়া করেন আবার অনেকে এমন নিষ্কর্ম্মা বা ব্যসনাসক্ত আছেন, যে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস্ প্রভৃতি তাঁহাদের একটী নিত্য নেশা" জানিনা, ইহাতে দুনিয়ার উপর তাঁহাদের কি লাভ হয়। স্বাস্থ্য? যে জীবনে কর্ম্ম নাই, শূন্য তাহার একটা বিরাট্ দেহ দুনিয়ার উপর থাকিয়া কি লাভ? লাভ দরিদ্র জগৎবাসীগণের অংশ

অপহরণ মাত্র যাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমযুক্ত কর্ম্ম করেন তাঁহাদের ত নিরর্থক ক্রীড়ার আবশ্যকত নাই অর্থনীতি হিসাবে, তাঁহাদের পক্ষে, পাঠ, পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ অনায়াসসাধ্য কর্ম্ম প্রভৃতিই উপযুক্ত, আর যাঁহারা মানসিক পরিশ্রম করেন, তাহাদের চিত্ত ও দেহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিক্রিয়া শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করা যিনি জগৎকে দেন না, তিনি পানও না, অন্ততঃ তাঁহাকে পাইতে দেওয়া উচিত নয় সুতরাং দিনরাত্রি নিজের জন্য, আত্মীয় বন্ধুর জন্য, দেশের এবং জগতের জন্য কাজ করিতে হইবে মনে করুন, যিনি ভাল উকীল, তাহার ১২ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রমের পর অবসন্ন মিলিল তখন তাহার খাদ্য পরিপাক দেহ সবল ও সুস্থ এবং মন সুস্থ করিবার জন্য শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক এই সময় তিনি পল্লীগ্রামে থাকিলে, নিজের বাগানে কাজ করিতে পারেন, সহরে হইলে নিজের বাড়ীতে এমন কোনও যন্ত্রাদি রাখিতে পারেন, যাহাতে কাজ করিলে তাহার একটি নিত্য আবশ্যকীয় অভাব দূর হইতে পারে এবং যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম হয়

---

৬ কর্ম্মীর উদাহরণ

আমার কয়েকটী পল্লীবাসী বন্ধু আছেন, তাঁহারা জমিদার দিনরাত্রি তাঁহারা জমিদারী সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখা, হিসাবপত্র দেখা শুনা, লেখা পড়া প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত থাকেন কিন্তু প্রত্যুষে উঠিয়া ২ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ২ ঘণ্টা নিজেদের বাগানে চাকর বা মালীর অপেক্ষা না রাখিয়া কঠোর পরিশ্রম করেন তাহাতে তাহাদের মান খর্ব্ব হওয়া দূরে থাকুক, চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রায় ১০ খানি গ্রামের কৃষকগণ তাঁহাদের নিকট কৃষি সম্বন্ধে নানাবিধ বিষয় শিক্ষা করিতে আসেন আর সহরে পর্য্যন্ত অত্যন্ত অধিক মূল্য দিয়াও যাহা দুষ্প্রাপ্য, এমন সব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নানাবিধ ফল, মূল,

তরকারী প্রভৃতি তাঁহারা সমুদয় বৎসর ধরিয়া নিজেরা ভোগ করেন, প্রতিবেশীগণকে বিতরণ করেন এবং বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন।

কলিকাতা সহরে আমি একটী ভদ্রলোককে জানিতাম, তিনি সমস্ত দিন তাঁহার বৈদেশিক আমদানী রপ্তানি ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু প্রাতে ও রাত্রে রাশীকৃত কাটা কাপড়ের সাইজ কাটিয়া তিনি ও তাঁহার উদ্যমশীলা স্ত্রী দুইটী সিঙ্গার মেশিনে প্রতিদিন ৪টী হইতে ৬টী পর্য্যন্ত পোষাক প্রস্তুত করিতেন তাঁহাদিগকে পৃথক্ দোকান খরচা করিতে হইত না অক্লেশে একটা অতিবিস্তৃত ও সুন্দর ব্যবসা চলিয়া যাইত একজন সূত্রধরকে আমি জানি, তিনি দিনরাত্রি তাঁহার স্ব ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকেন এবং হাটে বাজারে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত জিনিষ বিক্রয় করেন রাত্রে যখন অপর কাজ থাকে না, অথচ বসিয়া থাকিতে হয়, তখন জাল বুনিয়া থাকেন প্রত্যেকেরই এই সব কর্ম্মী পুরুষের আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। ইঁহাদের দ্বিগুণ উৎসাহ, ডবল ব্যবসায় সুতরাং ডবল উপার্জ্জন

---

৭ অর্থ লইয়া খেলা।

সমস্ত পৃথিবীময় এখন সাধারণের অর্থ লইয়া খেলা চলিতেছে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলস্বরূপ অর্থ ব্যাঙ্কে গিয়া উঠে; যাঁহাদের অর্থ তাহারা প্রায় কিছুই পান না, ধনবান হয় কতকগুলি চতুর ক্রীড়ক এইরূপে ইন্সিওরেন্সের খেলা, শুল্কের খেলা, লাইসেন্সের খেলা, এক্সচেঞ্জের খেলা, ঘুষের খেলা, স্ফূর্ত্তির খেলা, নীলামের খেলা, দালালীর খেলা প্রভৃতি কত খেলা যে নিরন্তর সংসারে চলিতেছে ও তাহার ফলে সাধারণের অর্থ যে কিরূপে উধাও হইয়া নিঃশব্দে চতুর লোককে ক্রোড়পতি ও অনধ্যবসায়ী অলসকে একদিনে বা ক্রমশঃ যতুর

করিতেছে তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয় এই সব খেলার ফল এই হইতেছে যে, জগতের অভাব, তথা অর্থ পিপাসুর আকাঙ্ক্ষা আর কিছুতেই ঘুচিতেছে না, বাড়িয়াই চলিয়াছে তাই তাহারা ক্রমাগত এক স্থানের গভীরতা নষ্ট করিতে অপর স্থানে ততোধিক গভীরায়তন গর্ত্ত খুঁড়িয়াই চলিয়াছেন জগতের এই অসমতা কাগজকে পর্য্যন্ত সহস্র মুদ্রা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াও ঘোচে নাই, ঘুচিবার আশাও নাই তবে এ অর্থ সমস্যার মীমাংসা কি? কোন্ নীতি অবলম্বন করিলে এ সমতা রক্ষা করা যায়? ইহার উপায় যেমনি সহজ তেমনি কঠিন অপরের নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীন জীবিকা অবলম্বনই ইহার একমাত্র প্রতীকার আমি একটী মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট না করিয়া উপার্জ্জন করিব আমি খাইতে না পাইয়া রাস্তায় মরিয়া থাকিলেও ঋণ করিব না, আমি আমার টাকা তোমার ভাণ্ডারে তুলিয়া দিয়া তোমার মুখপানে শতকরা বার্ষিক ২৩ টাকা সুদ পাইবার আশায় হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিব না, আমি আমার জিনিষ বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য নিজে চেষ্টা না করিয়া তোমার পায়ে ধরিয়া সিকি মূল্যে তোমাকে দিয়া বা অনর্থক আমার দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়া অবিক্রী করিব না প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার বাণিজ্য দ্রব্য বা শিল্প এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া নিজে সক্ষমতায় চালাইবার চেষ্টা করিলে, দেশের আর্থিক অবস্থাও উন্নত হয়, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অর্থসমস্যারও শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার সহিত মীমাংসা হয়

---

৮ মিতব্যয়িতা

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের ব্যবহারে আমরা যে প্রকার অমিতব্যয়ী, অন্য উন্নত জাতি সমূহের নিকট তাহা বিস্ময় জনক ও হাস্যাস্পদ

জার্ম্মানি, আমেরিকা, জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ঘরের ঝুলকালি ও চলা মাটি, এমন কি পায়খানার ময়লা পর্য্যন্ত রীতিমত ভাবে কার্য্যোপযোগী করিয়া ব্যবহৃত হয় আর আমরা কি করি? নিত্য আলস্য প্রভাবে অমূল্য সময় এবং অজ্ঞতাপ্রভাবে মূল্যবান দ্রব্য সকল নষ্ট করিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখি, শিরে করাঘাত করিয়া অদৃষ্টের দোহাই দিই, ময়লা ঝুল কালির ভিতর বাস করিয়া ব্যাধি ও মৃত্যু ডাকিয়া আনি এই মরণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি? উপায় সময়, অর্থ ও জগতের জিনিষের উপযুক্ত ব্যবহার জীবনের নির্দ্দিষ্ট কয়টা দিন যদি কেবল দুঃখ করিয়াই কাটাইলাম, তবে সে জীবনকে আর জীবনই বা বলা কেন? সে ত মরণই। আসুন, আমরা এই মরণ হইতে জীবনে অগ্রসর হই

---

৯ ছোট জিনিষের সদ্ব্যবহার

নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবহারের বিষয় লিপিবদ্ধ হইল :—

(ক) লেফাপা

আমরা যে সমস্ত ডাকের চিঠি প্রাপ্ত হই, তাহার খামগুলি কোনও কাজে আসে না ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিই কিন্তু জগতের অসাধারণ ধনী রথচাইল্ড এই খামগুলির ভিতরের দিকের শাদা দিকটাতেই অফিসের স্লিপের কার্য্য করিতেন সুতরাং আমাদের মত দরিদ্রের পক্ষে যে ঐরূপ ব্যবহার শতগুণে উপযুক্ত ও লাভজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(খ) পুরাতন সংবাদপত্র

সংবাদপত্রগুলি পড়িয়া ইঁদুর, আর্শুলা, মশা, বিছা ইত্যাদির জন্ম ও ক্রীড়াস্থান করিয়া এক কোণে গাদি করিয়া না রাখিয়া এক

বৎসর পরে উপযুক্ত মূল্যে মুদী বা বেনে দোকানে বা পুরাতন-কাগজ খরিদকারীর নিকট বিক্রয় করিয়া দিলে যে ব্যয়ে সংবাদপত্র খরিদ করা হয়, প্রায় তাহার অর্দ্ধেক মূল্য ঘরে ফিরিয়া আসে

(গ) গাছের পাতা

বাগানের গাছের যে পাতাগুলি পড়িয়া যায় ও বর্ষায় পচিয়া মশা, ম্যালেরিয়া ও দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে, সেগুলি পোড়াইয়া ঐ বাগানেই বা অপর জমিতে ছড়াইয়া দিলে উত্তম সার হয়, অথবা একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুঁতিয়া ফেলিলে পচিয়া যখন মাটী হইয়া যাইবে, তখন সাররূপে জমিতে ছড়াইয়া দেওয়া চলে।

(ঘ) অতিরিক্ত খাদ্য

দরিদ্র না খাইয়া মরে, আর ধনী অধিক খাইয়া মরে যে জাতির ধন যত অধিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে, সে জাতি তত অধিক দিন শক্তিশালী হইয়া বাঁচিয়া থাকে দরিদ্রকে তাহার ধনী দেশবাসীর উপযুক্ত কর্ম্ম দিয়া রক্ষা করা উচিত। ধনীর ঘরে সাধারণতঃ অধিক খাদ্য প্রস্তুত হয় অবশ্য যাহা আবশ্যক, তাহাই ব্যবহৃত হয়, অবশিষ্ট আস্তাকুঁড়ে যায় এই অপব্যয় নিবারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য খরিদ ও খরচের উপযোগী জিনিসের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে দাসদাসী বা বাড়ীর আহ্লাদে মেয়ে ছেলেরা আর অযথা নষ্ট করিতে পারিবে না এবং বৎসরের শেষে হিসাবের খাতা খুলিলে গৃহস্বামী দেখিতে পাইবেন যে, তাহার অন্ততঃ একটা বিষয়েও বেশ লাভ হইয়াছে

(ঙ) ছেঁড়া কাপড় ও জুতা।

কাপড়গুলি ছিঁড়িয়া গেলে তাহা নষ্ট করিয়া না ফেলিয়া পুরাতন গৃহিনীদের মত জুড়িয়া শেলাই করিয়া সুন্দর কাঁথা, ছেলেদের তোষক

ইত্যাদি তৈরি করা যাইতে পারে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইলে ধুইয়া তুলিয়া রাখিবে যখন কাগজের উপকরণ সংগ্রহকারীরা আসে, তখন তাহাদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিবে

(চ কাগজ

কাগজের ব্যবহার সভ্য জগতে একটা নিত্য জীবনযাত্রার অতি প্রয়োজনীয় বিষয়, কিন্তু ডাক খরচও ভদ্রসংসারের একটা গুরুতর খরচ পত্রাদির ওজনের গুরুত্বের উপরেই ডাকখরচ ধরা হয় সুতরাং পাতলা কাগজ, পাতলা খেফাপা এবং মাঝারি রকম কালি (যাহাতে উভয় পৃষ্ঠা লেখা চলে) ব্যবহার করা উচিত ইহাতে অর্দ্ধেক ডাক খরচ বাঁচিয়া যাইবে কায়দা রক্ষার খাতিরে কাগজের এক পৃষ্ঠা লেখা নিতান্ত মূর্খতা দেশের সকলেই কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লিখিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্রই উহা কায়দা হইয়া যাইবে মানুষেই কায়দা সৃষ্টি করে, কায়দা হইতে মানুষ জন্মে না এইরূপ করিলে শেষে এক পৃষ্ঠা লেখক দিগকে লোকে অমিতব্যয়ী ও নির্ব্বোধ বলিয়া হাসিবে দপ্তর সংক্রান্ত নিত্য হিসাবের খাতা, প্যাকিংএর কাগজ ইত্যাদি খুব অল্প দামী কাগজের হওয়া আবশ্যক স্থায়ী পাকা খাতার পক্ষে দেশী কটা রংএর পরিষ্কার মোটা কাগজ উত্তম

১০। সৌখীনতা।

মধ্যযুগ জগতে সৌখীনতার যুগ গিয়াছে এই সময়ে বিলাস ক্রমে ব্যসনে পরিণত হইয়াছিল পুরাকালের সে সৌখীনতা আর এ যুগের উপযোগী নাই এই যুগে নিত্য জীবনযাত্রা এত ব্যয়সাধ্য হইয়াছে যে, রাজা হইতে দীন, দুঃখী পর্য্যন্ত সৌখীনতা কমাইতে বাধ্য হইতেছেন জরী, চুমকীর পোষাক এখন কেবল থিয়েটারের ষ্টেজেই শোভা পায়,

অন্যত্র উপহাসের বিষয় বিশেষতঃ পরাধীন দরিদ্র দেশে এখনকার সম্রাটগণ পর্য্যন্ত দরবার পোষাকের পরিবর্ত্তে অধিক সময় সামরিক পোষাক পরিধান করেন যত অল্প ব্যয়ে সম্ভব, ভদ্রতা ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া সাদাসিধে পোষাক পরিচ্ছদাদির ব্যবহার করাই গৃহীর উপযুক্ত চতুরতা নিত্য গার্হস্থ্যের উপযুক্ত বাসনাদি শক্ত, সস্তা অথচ কম দামী উজ্জ্বল ধাতুর হওয়া উচিত কতকগুলি টাকা বিশ্রী বাসনের রাশিতে আবদ্ধ রাখা চতুরতা নহে

গত শতাব্দীতে জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজ দরবারে পর্য্যন্ত ধুতী চাদর ও তিন আনা মূল্যের এক জোড়া চটী মাত্র ব্যবহার করিতেন এইরূপ জাতীয়তা রক্ষা মনুষ্যত্বের জ্ঞাপক ইহাতে তাঁহার মর্য্যাদা খণ্ডিত ভিন্ন বর্দ্ধিত না বঙ্গের বিখ্যাত ধনী পরলোকগত দানবীর কৃষ্ণ পান্তি মহাশয় যে বস্ত্র শত ব্রাহ্মণকে স্বচ্ছন্দে দান করিতে না পারিতেন, এমন দ্রব্য নিজে ব্যবহার করিতেন না। এই সমস্ত জাতি সংগঠনকারী সহজ নিয়মচারী মহাত্মাগণের অনুষ্ঠান আমাদের প্রত্যেকের অনুকরণ করা উচিত

১১। তৈল ও সাবান।

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতেই শরীর মর্দ্দনের জন্য এবং নানা প্রকার ব্যাধির প্রতীকার স্বরূপে নানাবিধ তৈল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে স্নানের পূর্ব্বে তৈল মর্দ্দন বিশেষ উপকারী মস্তকের ও কেশের জন্য তিল বা নারিকেল তৈলের এবং গাত্রচর্ম্মের জন্য সর্ষপ তৈলের ব্যবহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তবে কোন কোন নিষ্কর্ম্মা লোক ২৩ ঘণ্টা বসিয়া তেল ই মাখেন ইহাতে আলস্য বৃদ্ধি, পয়সা নষ্ট ও সময় নষ্ট হয় মাত্র আবার আজকাল সাবান ব্যবহার ও সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সরঞ্জামের জন্য

ছোকরা বাবুদের যথেষ্ট টাকা বাজে ব্যয় হয়। এই সমস্ত অসার অথচ মূল্যবান জিনিস বিদেশ হইতে পয়সা দিয়া খরিদ করিয়া নষ্ট করায় যে কি লাভ হয় তাহা ব্যবহারকারীরাই জানেন নিত্য সাবান মাখিলে চামড়া এত খস্‌খসে হইয়া যায় যে শীঘ্রই সর্দ্দি ও রোগজীবাণু প্রবেশ করিতে পারে তৈল মাখিলে সে ভয় খুব অল্পই থাকে স্নানের সময় জলও শরীরে পূর্ব্বে তেল মাখা থাকিলে বেশী প্রবেশ করিতে পারে না অল্প তেল শরীরের সর্ব্বত্র শীঘ্র শীঘ্র ডলিয়া মাখিয়া মোটা খস্‌খসে গামছা দিয়া ডলিয়া মুছিয় স্নান করিলে শরীর বেশ পরিষ্কার হয় সপ্তাহে এক দিন কম দামী সাবান অল্প করিয়া মাখিলেই শরীর যথেষ্ট পরিষ্কার থাকে। সাধারণ লোকের পক্ষে একখানি সাবানে অন্ততঃ দুই মাস চলা উচিত এমন দেশী সাবান ব্যবহার করা উচিত যাহাতে বেশ ফেণা হয়, শক্ত, বড়, সস্তা ও স্নিগ্ধ গন্ধবিশিষ্ট

---

১২ ঘরের ময়লা

ঝাড়ু দেওয়া ঘরের ও উঠানের ময়লা, ওঁচলামাটী, ঝুল, উনুনের ছাই ইত্যাদি নিত্য ঝাড়িয়া পুঁছিয়া বাসঘর হইতে দূরে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেলা উচিত ইহাতে বাড়ীও পরিষ্কার থাকিবে, ক্ষেতের জন্য সারও প্রস্তুত থাকিবে

---

১৩ প্রদীপ

প্রতি বৎসর আগুনের জন্য দেশলাই খরচ নিতান্ত অল্প হয় না আর এই জিনিষটী সম্পূর্ণ বিদেশী। সুতরাং দেশলাই খরচ সম্বন্ধে যত কৃপণতা সম্ভব, করিতে হইবে।

যে ঘরে মানুষ থাকে না বা বসে না, সে ঘরে অনর্থক প্রদীপ জ্বালাইয়া

তেল পোড়ান উচিত নয় বিশেষ কোন কারণে সেরূপ ঘরে আলো রাখিবার আবশ্যক হইলে খুব মৃদু করিয়া রাখা যাইতে পারে বিনা চিমনিওয়ালা কেরোসিনের আলোর উপর একটা হাঁড়ি বা সরা টাঙ্গাইয়া রাখিলে তাহাতে যে কালি জমিবে তাহাদ্বারা ছেলেদের লিখিবার কালি প্রস্তুত হইতে পারে

১৪। গোবর

গোবর ছাগল ও ভেড়ার নাদি বাসগৃহ হইতে দূরে চারিদিক্ হইতে রৌদ্র পায়, এমন একটা স্থানে উপরে ১খানা চাপা দিয়া প্রতিদিন এমন ভাবে সাজাইয়া রাখিবে যেন গোবরগুলি প্রতিদিন বেশ শুকাইয়া যায় ক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার সময় গুঁড়া করিয়া ছড়াইয়া দিবে।

১৫ খাদ্য

যাঁহাদের সময়ে অসময়ে গণ্ডে পিণ্ডে বেশী খাওয়া অভ্যাস, তাঁহারা একটু চেষ্টা করিয়া যদি অভ্যাস করেন যে "বরং একটু ক্ষুধা রাখিয়া খাইব, তবু প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাইব না" এবং যদি বাড়ীর প্রত্যেকের জন্য খাদ্যের একটা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বৎসরান্তে হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে যে চিকিৎসা খরচা এবং সংসার খরচ বাঁচিয়া যাওয়ায় বেশ লাভ হইয়াছে, বাড়ীর সকলেরই শরীর ভাল আছে আর গৃহস্বামীর অম্বলের ব্যাধি কমিয়া গিয়াছে

শীঘ্র হজম হয়, অথচ বলকারী, অল্প খরচে হয় অথচ সুস্বাদু, এমনি সব খাবার তৈরি ও তাহার মসলাদির বিষয় মেয়েদের শিখাইয়া দেওয়া উচিত

১৬। পোষাক

পরিষ্কার, মজবুত ও সাদাসিধে পোষাক ব্যবহার করা উচিত ভুলিয়াও বিদেশী পাতলা ফুরফুরে কাপড় পরা অভ্যাস করিতে নাই তাহাতে নিজেরও পয়সা নষ্ট, দেশেরও সর্ব্বনাশ এমন পোষাক হইবে যাহা ধোপার অত্যাচারে শীঘ্র ফাটে না, দেশলাই পড়িবামাত্র জ্বলেনা এবং মাসে মাসে কিনিতে হয় না

জুতা মধ্যম শ্রেণী গৃহস্থের দুই জোড়া এবং ধনীদের তিন জোড়ার অধিক ব্যবহার করা নিতান্ত মূর্খতা ট্যাকে টাকা থাকিবার মত জোর দুনিয়ায় আর কিছুতেই হয় না লম্বা কোঁচা, চকচকে জুতায় মূর্খ লোকেরা ভুলিতে পারে, পাওনাদার ভোলে না জুতার কালি বাড়ীতে তৈরি করিয়া লওয়াই ভাল নিত্য ব্যবহারের পোষাক নিত্য জলকাচা করিবে এবং সপ্তাহে ১বার ধোপা কিম্বা ঝি চাকর দিয়া মসলাকাচা করিবে সাদা বা ফিকা রঙ্গের পোষাক শীঘ্র ময়লা হয়। কাল কিম্বা গাঢ় রংএর পোষাকে শীঘ্র ময়লা ধরে না

জুতাগুলি নিত্যই ঝাড়িতে হয় এবং ব্রুশ করিবার জুতা হইলে সপ্তাহে দুই দিন বা এক দিন ব্রুশ করিবে মুচী দিয়া নয় চাকর থাকে ভাল, না হয় স্বহস্তে কালী বাড়ীতে তৈরি রাখিবে। ০ আনা খরচে কালী তৈরি করিলে একজন লোকের প্রায় এক বৎসর যায় জুতা ও পোষাক গুলি মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিবে চাদর ব্যবহার করা নিরর্থক খরচা বাড়ানো মাত্র, উহা ত্যাগ করিবে ছাতা নিতান্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া না গেলে খলিফার নিকট না দিয়া নিজেই শেলাই করিবে

---

১৭ ধোপা, নাপিত, দর্জ্জি, তন্তুবায়

সুন্দর দেশী পশ্চিমী ক্ষুর ০ আনা মূল্যে পাওয়া যায়; একখানি দেশী

কাঁচির মূল্যও তাই। দুইটি অস্ত্র কিনিয়া রাখিবে এবং সপ্তাহে দুইবার স্বহস্তে ক্ষৌরি হইবে। দুই মাস অন্তর নাপিত দিয়া চুল ছাটিয়া লওয়াই যথেষ্ট।

এখনকার একটা বিশ্রী ফেসান হইয়াছে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত কামিজের ঝুল রাখা। ইহা কমাইয়া উরু পর্য্যন্ত রাখিলেই যথেষ্ট এবং তাহাতে প্রতি কামিজে অন্ততঃ ৮০ আনা খরচ কম হইতে পারে। স্বহস্তে সাজিমাটী সোডা, রিটা প্রভৃতি অথবা ভাল দেশী সাবান দিয়া কাপড় ধুইলে অর্দ্ধেক ধোলাই খরচে চলিয়া যাইবে। নিতান্ত যাহা ইস্ত্রী করা দরকার, তাহাই ধোপার বাড়ী দিবে। তাহাতে কাপড় বেশী দিন টিকিবে, পয়সাও কম খরচ হইবে। বাড়ীর মেয়েদের বা ঝিদের দিয়া এসব কাজ চলিতে পারে। জাপানে ধোপার কাজ ঝিরা করিয়া থাকে।

কাপড় চোপড় সেলাই, রিপুকরা, বোতাম প্রভৃতি লাগানো মেয়েরা করিতে পারেন। চাকরদের দিয়াও করানো যাইতে পারে।

কোঁচার খুঁটে অনর্থক ৪।৫ হাত কাপড় টানিয়া না বেড়াইয়া প্রত্যেকে তন্তুবায়দিগকে ফরমাইস দিয়া ৮ হাত লম্বা ও প্রচলিত চৌড়াই রাখিয়া কাপড় বুনাইতে পারিলে ক্রমে উহাই কাপড়ের সাধারণ সাইজ হইয়া দর কমিবে।

১৮। লিখিবার সরঞ্জাম।

গঁদ, লেফাপা, কালি প্রভৃতি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবে। পত্রের লেফাপাগুলির সাদা পিঠ কাটিয়া শ্লিপ স্বরূপ ব্যবহার করিবে। নিত্য গার্হস্থ্য লেখা পড়ায় ও ছেলেদের লেখাপড়ায় কখনও বাবুয়ানা ঢুকিতে দিবে না। ছেলেদের জন্য তৈরি ছাপা খাতা কিনিয়া দিতে নাই। কাগজের খাতা ছেলেরা স্বহস্তে বাঁধিয়া রুল করিয়া লইয়া ব্যবহার করিবে।

১৯। পথিকের সজ্জা

পথেঘাটের বাসন পাতলা, কমদামী, ছোট অথবা মুড়িলে ছোট হয় এবং একটায় অনেক কাজ করা যায় এমন হওয়া আবশ্যক একাকী চলিতে হইলে জিনিষপত্র, পোষাক, বিছানা ইত্যাদি গুটাইলে এত বড় বা ভারি হওয়া উচিত নয় যাহা দরকার হইলে নিজে তুলিয়া লইয়া চলা না যায়; অথচ ঐ টুকুর মধ্যে সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিষ থাকা চাই

পথে ঘাটে বা বিদেশে এক জিনিষ অনেক কাজে লাগানো যাইতে পারে গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত তিনটী অভ্যাস আপনাদিগকে এই বিষয়ে একটু আভাস দিতে পারিবে ঃ—

(১) একটা তিন আনা মূল্যের দেশী চামড়ার লম্বা কোমরবন্ধ ক্রয় করিলে কোমর বাঁধা, বিছানা বাঁধা এবং ক্ষুর শান দেওয়া লেদারের কাজ চলিবে

(২) একটা দেশী কাঠের বাঁশী—বাজানো চলে, কাগজ রুল করা চলে এবং লুচিবেলা বেলনার কাজ করে

(৩) একখানি এনামেলের প্লেটে খাওয়া চলে এবং লুচি বেলিবার চাকীর কাজ করে

---

২০ সদ্ব্যবহার

প্রত্যেক লোকের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে তাহাতে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাইবে যাহাদের নিকট হইতে কিছু পাইবার আশা থাকে, বন্ধুত্ব থাকিলে সেখানে সুবিধা। প্রকৃত সদ্ব্যবহারকারীকে দোকানদারেও ঠকায় না। যাহা কিনিতে হইবে, তাহা যথাসাধ্য নগদ কিনিবে ধার করিলেই দাম বেশী দিতে হইবে।

২১ স্ত্রী শিক্ষা।

ঘরের মেয়েদের উপর হিসাব রাখ, কম খরচে গৃহিণীপনা, নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত, খোরাক পোষাকের পারিবারিক বন্দোবস্ত এবং সামাজিকতার ভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত লেখাপড়া শিখানোর সঙ্গে সমাজের ও সংসারের সমস্ত ধর্ম্ম, রীতি নীতির পরিবর্ত্তন, প্রবর্ত্তন ও পরিচালন সম্বন্ধে ছেলে, মেয়ে সকলেরই সমান অধিকার দেওয়া ও তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত। পথেঘাটে মেয়েছেলেরা সঙ্গে থাকিলে তাঁহাদিগকে সমস্ত কাজের সংবাদ দেওয়া এবং স্বহস্তে করিতে অভ্যাস করানো আবশ্যক টাইমটেবল বুঝানো, টিকিট কাট, কোথা হইতে কোন পথে যাইতে হয় এ সমস্ত সংবাদ এবং সংবাদপত্র পড়িতে দিয়া জগতের কোথায় সমাজের কিরূপ পরিবর্ত্তন ও তাহার ফল কেমন হইতেছে জানিতে ও বুঝিতে দিতে হইবে

জগৎ সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ জ্ঞান না থাকায় তাঁহাদিগকে যত অধীন করিয়া রাখিয়াছে, পর্দ্দা তত অধীন করে নাই তাঁহারা পর্দ্দা ঢাকা, বোর্খা ঢাকা কি ঘেটাটোপ ঢাকা থাকিবেন, অথবা বল নাচিবেন, মোটর চালাইবেন কিম্বা স্বাধীন সংযতভাবে নিজের জাতির উন্নতির জন্য যাহাতে সুবিধা হয়, তেমন ভাবে চলিবেন, এ বিচার তাঁহাদের হাতে। কেহ কাহারও মনের ও দেহের উপর জুলুম না চালাইলে স্বাধীন প্রবৃত্তিতে যেমনটী হওয়া আবশ্যক, সমাজ তেমনটী আপনিই গড়িয়া উঠিবে

২২· চিকিৎসা।

ঘরের কর্ত্তা ও গৃহিণীর নানাবিধ গ্রাম্য টোট্‌কা ঔষধপত্র, পাচনাদি জানিয়া রাখা আবশ্যক একখানি ভাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পুস্তক ও ১টি ঔষধের বাক্স কিনিয়া গৃহে রাখিয়া দিলে এবং গৃহিণীকে

উপসংহার।

সংসারের আবশ্যকীয় সমুদয় বিষয়ের সংবাদ ক্ষুদ্র পুস্তকে দেওয়া অসম্ভব এইটুকু মনে রাখা আবশ্যক যে যিনি যত মিতব্যয়ী তিনি তত নিজের, জাতির ও জগতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আর যিনি যত অত্যাচারী ও অমিতব্যয়ী, তিনি তত বড় শত্রু মিতব্যয়ী জগতের ধন রক্ষা করেন আর অমিতব্যয়ী তাহা উড়াইয়া দিয়া জগতের দারিদ্র্য বাড়াইয়া চলেন। এক গ্লাস জল, একমুঠা খড় বা এক মিনিট সময়ও যেন বৃথা নষ্ট না হয়। প্রতি গৃহ আমাদের এখন এক একটি ছোট টেকনিক্যাল স্কুলে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে যেখানে দিনরাত্রি নানাবিধ ছোট শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত, লেখাপড়া, হিসাব প্রভৃতি শিক্ষা ও তাহাদের বিক্রয় ও লাভের উপায় চিন্তা করিয়া সাফল্য লাভ হয় যে কোন নূতন দ্রব্যই হউক না কেন, তাহাতে বিস্মিত না হইয়া প্রস্তুত করিবার জন্য অদম্য উৎসাহে চেষ্টা করিতে হইবে চিন্তিত ও ভীরু জগতে উন্নতি করিতে পারে না শয়নে, জাগরণে, স্বপ্নে, গমনে দিবারাত্রি কাজের চেষ্টায় থাক, আর কিসে কম খরচে কোন্ কাজ নির্ব্বাহ হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর ভয় পাপ ও মিথ্যা, উহা দূর করিয়া দিয়া মানুষের মত কাজ কর ও করাও; তোমরা ধন্য হও, ও তোমাদের দেশ ধন্য হউক।

বিজ্ঞাপন।

:০:-

১ **কালা ম্যালেরিন্।** কালাজ্বর, বিষমজ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, শোথ, কামলা, পাণ্ডু, নাকমুখদিয়া রক্তপড়া প্রভৃতি উপসর্গযুক্ত জীর্ণরোগে অদ্বিতীয় মহৌষধ ইহা সেবনে ইঞ্জেক্‌শনের আবশ্যক নাই।

২ সমস্ত প্রকার ধাতু তরলতা ও লজ্জাকর ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, রোগান্তে দুর্ব্বলতা ও সমস্ত স্ত্রীরোগ দূর করিতে হইলে, কাঠীর মত শুষ্কদেহ স্থূল করিতে হইলে, ফ্যাকাশে মুখে নবরক্তের গোলাপী আভা দেখিতে চাহিলে **"হেল্‌থ রেষ্টোরার"** ব্যবহার করুন

৩ **ডাইজিন** চুঁয়াঢেকুর, অম্ল উদ্গার, দাঁত টকা, বুক জ্বালা, অম্লশূল, কোষ্ঠকাঠিন্য, দমকা ভেদ এবং অজীর্ণ ও অম্লজ যাবতীয় উপসর্গ **ডাইজেন"** নিঃশেষে আরাম করে; খাদ্য দ্রব্য সহজে হজম করিয়া কাষ্ঠ স্বাভাবিক রাখে **"ডাইজিন"** নিদ্রাহীনের পরম বন্ধু।

মূল্য প্রত্যেক ঔষধ ১০ দিন সেবনোপযোগী প্রতি প্যাকেট্ ২৲ টাকা। প্যাকিং ও মাশুলাদি পৃথক্

অল্পমূল্যে, বিনামূল্যে, নমুনা, কমিশন বা এজেন্সী দিবার নিয়ম নাই ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত দেওয়া হয়। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে বা চিঠির সহিত ১০ পয়সার টিকিট পাঠাইয়া পত্র দিবেন

ক্রয়ে ২৫৲ টাকা বা তদুর্দ্ধ মূল্যের নগদ ঔষধে শতকরা ১৭০ কমিশন

অনেক দুষ্ট লোকে বহুবার অর্ডার দিয়া ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এজন্য নিয়ম করা হইয়াছে যে, অর্ডারের সহিত অন্ততঃ সিকি মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে কোনও অর্ডার সাপ্লাই করা হইবে না।

অতএব কিছু মনে না করিয়া অর্ডারসহ সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন। ভিঃ, পিঃ, করিবার সময় অগ্রিম মূল্য বাদ দিয়া ভিঃ, পিঃ, করা হইবে

রোগ বিবরণ পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন

স্পষ্ট করিয়া সমুদয় চিঠিপত্র বিশেষতঃ ঠিকানা লিখিবেন

সমুদয় চিঠিপত্র, টাকাকড়ি একমাত্র নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল

ঠিকানা—১১ [illegible]